কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪

১৮-২৪ জুন

মূলপ্রতিপাদ্য : একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
০৪ আষাঢ় ১৪২১
১৮ জুন ২০১৪

বাণী

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং এ শিক্ষা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮-২৪ জুন জাতীয়ভাবে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪' পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে হলে দেশের জনগণকে বিশেষ করে কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীকে যথার্থ জ্ঞান, দক্ষতা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলার কোন বিকল্প নেই। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। আমি জানতে পেরেছি আগামী ২০৩০ সালে জনসংখ্যাগত নির্ভরশীলতার অনুপাত হবে সর্বনিম্ন অর্থাৎ সর্বোচ্চ দুই-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম জনসংখ্যা হবে এদেশে। আমাদেরকে এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বিপুল জনগোষ্ঠীকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যথাসময়ে এ উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। আমি আশা করি এ সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার আরো প্রসার ঘটবে।

আমি 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪' পালনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ আশাঢ় ১৪২১
১৮ জুন ২০১৪

বাণী

দেশে দ্বিতীয়বারের মত জাতীয়ভাবে "কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪" পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য "একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা" যথেষ্ট সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। ন্যাশনাল স্কীলস্ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল পুনর্গঠন এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি অনুমোদন করা হয়েছে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় এনরোলমেন্ট হার শতকরা ২০ ভাগে উন্নীত করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

আমি আশা করি, জাতীয় পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের ফলে এ শিক্ষার প্রতি জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ মানবসম্পদ বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হবে।

আমি "কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪" উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জাতীয়ভাবে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ' পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ২০১০ সালের জুন মাসে আমরা এরকমই একটি সপ্তাহ পালন করেছিলাম যা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি জনসচেতনতা সৃষ্টিতে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। বিগত তিন বছরে দেশে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন কোর্সে আসন সংখ্যার প্রায় সাতগুণ শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করাটা তারই প্রমাণ বহন করে।

আমাদের সরকারের নীতি হলো বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূলনীতি ও শিক্ষার সাংবিধানিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে যথার্থ গণতান্ত্রিক মনমানসিকতাপূর্ণ, বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ, শোষণহীন, জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর সঠিক মূল্যবোধভিত্তিক একটি সমাজ বিনির্মাণ করা। যাতে সমাজের সবাই পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে অর্থপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। এজন্য শিক্ষার সকল স্তরের পাঠ্যক্রমে যাতে এর যথার্থ প্রতিফলন থাকে তা নিশ্চিত করতে আমরা সমাজের সকল স্তরের মানুষের গ্রহণযোগ্য একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। যেখানে আমরা জোর দিয়েছি দেশের মানুষকে জীবন ও জীবিকার সকল ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তোলার ওপর। আমরা জাতীয় শিক্ষানীতিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর। আমরা জানি এর মাধ্যমেই কেবল একটি জাতিকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব।

আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা কেবল আমার একার কৃতিত্ব নয়, শিক্ষা পরিবারের সকলের কৃতিত্ব। আমি বিশ্বাস করি সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্থাৎ ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে তারা হলো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত যথার্থ জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ, সঠিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠা একদল পূর্ণাংগ মানুষ।

'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪' আমাদের দেশের মানুষকে এ শিক্ষা গ্রহণে সচেতন করুক এবং এ সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য সফল হোক এ কামনা করছি।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি)

মন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয়ভাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ পালন একটি সময়োচিত পদক্ষেপ। আমি ব্যক্তিভাবে এ কর্মসূচি পালনের অংশীদার হতে পেরে খুবই আনন্দিত। এর মাধ্যমে দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ জনপ্রিয়তা পাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

'দক্ষতাই শক্তি, দক্ষতাই মুক্তি' এটাই হওয়া উচিত আমাদের দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মূলমন্ত্র। যে দেশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যত সফল সে দেশ তত উন্নত। বর্তমান সরকার এ সত্যটি যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে যথার্থ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার এক মহাপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মত আমাদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ও তার নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে বিদেশ গমনেচ্ছুক কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার কাজ করে যাচ্ছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যেমনি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের মানুষকে দক্ষ করে তোলার পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে, তেমনি এসব মানুষকে বিদেশে প্রেরণ, বিদেশে তাদের কাজের পরিবেশ ও ন্যায্য মজুরিসহ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে বিদেশ থেকে ফেরত আসা কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের কাজটিও করে যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশের দক্ষ, আধা দক্ষ ও অদক্ষ মিলিয়ে প্রায় ৮৭ লক্ষ কর্মী বৈদেশিক শ্রমবাজারে কর্মরত রয়েছে, যাদের মাধ্যমে ২০১৩ সালে আমরা ১৪ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছি। আমরা বিদেশের বাজারে যত বেশি দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে পারব আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তত বেশি হবে এবং দেশ হবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ।

'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪' সফলভাবে পালিত হোক এবং সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি এ শিক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করুক আমি এই কামনা করছি। এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২/৬/১৪

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জাতীয়ভাবে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪' পালিত হচ্ছে যা সত্যি আনন্দের। দেশের যুব ও তরুণ সমাজের মাঝে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে পরিচিত করে তোলার এ পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনটি প্রকল্প কাজ করছে। টিভিইটি রিফর্ম প্রজেক্ট, স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং স্কিলস্ এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট। এ প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করা এবং বর্তমান কারিকুলামনির্ভর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে ধাপে ধাপে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে যথার্থ সক্ষমতাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিকে নিয়ে যাওয়া। কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে একটি দক্ষ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি করার নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব রেখে এর কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় এক্ষেত্রে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় ছয়টি আন্তর্জাতিক লেভেলে বিন্যাস করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে তার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণকে সমন্বিত করার প্রয়াস চলছে। একই সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে কারিগরি শিক্ষার প্রতি মানুষের ব্যাপক আগ্রহ বেড়ে এই বিষয়ে পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে সরাসরি যোগদানের চেতনা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪' নিশ্চয়ই আমাদের এই চেতনাকে আরও গতিশীল এবং উন্নয়নমুখি করতে সহায়তা করবে যার মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবো।

আমি 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪' এর উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ড. মোহাম্মদ সাদিক

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৪-এফ/বি শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
১৮ জুন ২০১৪

বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং সরকারি-বেসরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার যৌথ উদ্যোগে সারাদেশে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪' উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে। আমি মনে করি দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে এ সপ্তাহ উদ্‌যাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। দেশের প্রায় ১৫ কোটি মানুষকে সত্যিকার জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে অনেক দেশই উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গেছে। আমাদের দেশ এ ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে থাকলেও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এ শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় উলেখযোগ্য চারটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় আরও একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে। প্রকল্পসমূহের মূল কার্যক্রমের মধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (NSDP) প্রণয়ন, জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF) প্রণয়ন, ৯টি সেক্টরের জন্য দক্ষতা মান প্রণয়ন, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ (CBLM) প্রণয়ন, সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (CBT&A) প্রোগ্রাম পাইলটিং, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (RPL) বাস্তবায়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রথম পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া যে সব জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নেই সে সব জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, তিনটি বিভাগীয় সদরে তিনটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং ৭টি বিভাগীয় সদরে ৭টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১০' উদ্‌যাপনের ফলে জনগণের মাঝে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল একইভাবে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে এ শিক্ষাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। ভবিষ্যতে এ শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও ব্যাপক প্রসার কামনা করছি।

(মোঃ শাহজাহান মিঞা)

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
১৮ জুন ২০১৪

বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যৌথ উদ্যোগে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪ পালন করছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড জাতির এ গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে অংশীদার হওয়ায় আমরা আনন্দিত, গর্বিত ও মহিমান্বিত।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স-এর কারিকুলাম উন্নয়ন, পরিমার্জন, মান প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদায়নের কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৬৮৮১টি প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় বিভিন্ন যোগ্যতা লেভেলে যোগ্যতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল-এর মাধ্যমে দেশের প্রায় ২২টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে ওয়ান আমব্রেলা কনসেপ্টে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ এগিয়ে চলছে।

প্রাক শিখন অভিজ্ঞতাকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে পরিচালিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী লেভেলে সনদায়নের জন্যও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে এ শিক্ষা দেশের মানুষের মাঝে বিশেষ করে তরুণ ও যুব সমাজের কাছে জনপ্রিয়তা পাবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি এর সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর মোঃ আবুল কাশেম)

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মীর

যে কোন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় হচ্ছে দেশের মানুষের শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত হচ্ছে, দেশের জনগণকে গুণগত, পরিমাণগত, যথাযথ জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে এসে বাজার নির্ভর দক্ষতা প্রদান করা। অর্থাৎ জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার এনরোলমেন্টের হার দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার এনরোলমেন্টের শতকরা ২০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে, যা বর্তমানে মাত্র ৪-৫ ভাগ।

বিশ্ব ব্যাংক তাদের এক সমীক্ষায় বলেছে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত ব্যবহারে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অন্যতম বড় শক্তি-সম্ভাবনা হচ্ছে তার জনগণ। এদেশের জনগণ খুবই পরিশ্রমী এবং মানসিক ও শারীরিক পীড়ন সহ্য করার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে (বিশ্ব ব্যাংক,২০০০, পৃঃ-৬)। আসলে একক ভাষা ও সংস্কৃতির সুন্দর সম্মিলন এবং প্রায় ৮০০ কিলোমিটার সমুদ্র উপকূল বিশিষ্ট এমন মোহনীয় একটি দেশের অস্তিত্ব পৃথিবীর মানচিত্রে খুব কমই আছে।

জনসংখ্যাকে কোন দেশের জীবন্ত সম্পদ বলা হয়। এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অনেক দেশ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। তাই জনসংখ্যার বিতরণ বিশ্লেষণ করে এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে পুঁজি করে দেশের শিক্ষা,স্বাস্থ্যসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার একটা রীতি দেশে দেশে চালু আছে। যে দেশ এ কাজটি সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে পারে সে দেশ তত দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। জনসংখ্যা তত্ত্বে ন্যূনতম নির্ভরশীলতার অনুপাত বা Least Dependency Ratio বলতে একটা কথা আছে। যখন কোন দেশ এই ন্যূনতম নির্ভরতার অনুপাতে চলে যায় তখন ঐ দেশটির জনসংখ্যাতে কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ সবচাইতে বেশি থাকে। এই কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কাজে লাগানোর উপায় হলো তাদেরকে শিক্ষা ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে তোলা। ফলে দেশের উন্নয়নের সকল কর্মকান্ডে অংশ নেয়ার মত দক্ষ মানুষের অভাব হয় না।

বাংলাদেশে ৫-১৪ বছর বয়সের জনসংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল ২৩.১%, ১৯৯০ সালে ছিল ২৮.৪%,১৯৯৫ সালে ছিল ৩০.১% এবং বলা হয়েছিল ২০১০ সালে এটা হবে ২০.২%, ২০৩০ সালে হবে ১৫% এবং ২০৫০ সালে হবে ১৩.৮%। ১৯৫০ সালে স্কুলে যাওয়ার উপযোগী ৫-১৪ বছরের জনসংখ্যা হবে ৯.৭ মিলিয়ন, ১৯৯০ সালে ৩১ মিলিয়ন, ২০০০ সালে ৩১ মিলিয়ন এবং ২০১০ সালে ৩১ মিলিয়ন, ২০৩০ সালে ২৮.৩৫ মিলিয়ন এবং ২০৫০ সালে হবে ৩০ মিলিয়ন (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ১৯৯৬)। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০০ সাল পর্যন্ত ৫-১৪ বছরের স্কুলে যাওয়ার উপযোগী জনসংখ্যার হার অনেকটা স্থির এবং পরবর্তী ৫০ বছরে তা নিম্মগামী। বৃদ্ধ এবং কম বয়স্ক মানুষের সংযুক্ত নির্ভরশীলতার অনুপাত (Dependency Ratio) যাকে সামাজিক নির্ভরশীলতা বলা হয় তা ১৯৫০ সালে ছিল ০.৯০, ১৯৮০ সালে ছিল ১.০৭, ১৯৯০ সালে ছিল ১.০০, ২০০০ সালে ছিল ০.৬৯ , ২০১০ সালে ছিল ০.৬০ এবং ২০২০ সালে যা হবে ০. ৫৪, ২০৩০ সালে হবে ০.৪৯ এবং ২০৫০ সালে ০.৬৮ (BANBEIS, 2005)

বাংলাদেশে জনসংখ্যায় সর্বনিম্ন নির্ভরশীলতার অনুপাত ঘটবে ২০৩০ সালে । যা জাপানে হয়েছিল ১৯৭০ সালে, দঃ কোরিয়া ও শ্রীলঙ্কাতে হয়েছিল ২০০০ সালে এবং ইন্দোনেশিয়া ও ভারতে যা ঘটবে ২০২০ সালে। বাংলাদেশে নির্ভরশীলতার অনুপাত সবচাইতে বেশী ছিল ১৯৮০ সালে (১.০৭) এবং এর পর থেকে তা কমতে শুরু করে। ২০০০ সাল থেকে গণনা করলে ৩০ বছর পর অর্থাৎ ২০৩০ সালে এসে দেশের জনসংখ্যা হবে ১৮০ মিলিয়ন এবং নির্ভরশীলতার অনুপাত ০.৪৯ হলে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১২০ মিলিয়ন জনসংখ্যা হবে কর্মক্ষম এবং ৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যা হবে নির্ভরশীল।

যখন যে দেশে সর্বোচ্চ কর্মক্ষম জনসংখ্যা সম্বলিত এ রকম সর্বনিম্ন নির্ভরশীলতার অনুপাত ঘটে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ এই ঘটনাকে **সুযোগের জানালা** (Windows of Opportunity) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। দেশে দেশে সর্বনিম্ন নির্ভরশীলতার অনুপাত আসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানামুখী চ্যালেঞ্জ ও অমিত সম্ভাবনা নিয়ে। ১০০ বছরের ব্যবধানে ২০৩০ সালে সর্বনিম্ন নির্ভরশীলতার অনুপাত ও সর্বোচ্চ কর্মক্ষম জনসংখ্যার যে আকর্ষণীয় সুযোগ বাংলাদেশে আসছে, বাংলাদেশ কি এ চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ মোকাবেলা করতে পারবে ? উত্তর খুব একটা সহজ নয়। কেননা এ চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হলে শিক্ষা, বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে মৌলিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশের জাতীয় প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে নিয়ে, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন সুনির্দিষ্ট করে তা বাস্তবায়নের নিমিত্তে দেশের অর্থনীতির সকল সেক্টরে অর্থবহ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার বিষয়টি সামনে চলে আসে। এসময়ে বাংলাদেশ যদি শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে বর্ধিত হারে বিনিয়োগ করে এগিয়ে আসে তবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলো জনসংখ্যার এই বোনাস সুযোগকে তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে ইতোমধ্যে সুফল লাভ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দক্ষিণ কোরিয়া শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি করে মাধ্যমিক শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ৩৪% থেকে ৮৪% এ উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিল।

আগামী ২০৩০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম মানুষকে কিভাবে দক্ষ মানুষে পরিণত করা যায় সে বিষয়টি নিয়ে ভাবার সময় চলে এসেছে। ভারত ও ইন্দোনেশিয়া ইতোমধ্যে ২০২০ সালকে টার্গেট করে তাদের শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে কাজ শুরু করেছে। এ ব্যাপারে তাদের দেশের শ্রমশক্তির প্যাটার্ন, গতিবিধি সমীক্ষা করে কোন্ কোন্ সেক্টরে কোন্ ধরনের দক্ষ শ্রমশক্তির প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশকেও ২০৩০ সালের সর্বোচ্চ কর্মক্ষম জনসংখ্যার সেই বোনাস সুযোগকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে আগামী ১৫ বছরে (২০১৫-২০৩০) কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে কি ধরনের পলিসিগত সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন তার একটা রূপকল্প এখনই তৈরি করতে হবে। আর এই রূপকল্পে যারা লক্ষ্য হবে তারা হলো মাধ্যমিক শিক্ষার বয়সী শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী এবং কর্মরত অদক্ষ এবং আধা দক্ষ জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ছিল মাত্র ০.৬৯১%। আরেক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশসহ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর মাধ্যমিক শিক্ষা উপযোগী বয়সের জনসংখ্যা (১১-১৭ বছর) ও কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে এনরোলমেন্টের একটি তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায় বাংলাদেশে এই এনরোলমেন্ট মাত্র ১.৪৫%, অথচ ভারতে তা ৭%, ইন্দোনেশিয়ায় ৪১%, মালয়েশিয়ায় ৪৩% এবং অস্ট্রেলিয়ায় ৪৪%। অন্যদিকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা সূচক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে নেট এনরোলমেন্ট রেশিও ২০১৫ সালের মধ্যে ৫%, ২০২০ সালের মধ্যে ১০% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% বৃদ্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত মান নিম্ন, শ্রমশক্তির দক্ষতা কম, ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতাও কম। বাংলাদেশে মাথাপিছু শ্রমশক্তির অবদান ইউএস ডলারে শিল্প ক্ষেত্রে ১১১, ভারতে ১৮৩, ইন্দোনেশিয়ায় ৫৯৬, মালয়েশিয়ায় ২,৬৬১, অস্ট্রেলিয়ায় ৮,০৪৯, এবং জাপানে ১০,৭৯৪। সেই হিসেবে বাংলাদেশে মাথাপিছু শ্রমশক্তির অবদান ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় ১৯%, মালয়েশিয়ার তুলনায় ১.৪% এবং অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের তুলনায় মাত্র ১%। শিক্ষা কর্মসূচির পারফরমেন্স ও শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতার মধ্যে একটি পজিটিভ কো-রিলেশন আছে।

শ্রমশক্তির কম দক্ষতা, কম উৎপাদনশীলতার ফাঁদ থেকে বাংলাদেশকে বের হতে হলে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল শ্রম বাজারের কথা চিন্তা করে চাকুরিদাতা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগের অংশগ্রহণে পেশা ও জবের কি দাবী তা অব্যাহতভাবে যোগান দেয়ার জন্য অবশ্যই একটা মেকানিজম ও আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। সাথে সাথে এর সাথে মিল রেখে শিক্ষা কর্মসূচি, বিশেষ করে কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার করে যথাযথ কারিকুলাম তৈরি ও বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। সামগ্রীক এই অবস্থায় কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সরকার, শিল্প কারখানার মালিকসহ বেসরকারি উদ্যোগ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রেখে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণ, কেরিয়ার পাথ গঠন, ব্যবস্থাপকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নে একটি একক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন (২০০৫) অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজারে মূলতঃ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে বেশিরভাগ শ্রমশক্তি বিন্যাসিত, যার পরিমাণ ৪৪.৩২ মিলিয়ন। এর মধ্যে কৃষিতে ৪৭%, শিল্পে ১১% এবং সেবা খাতে ৪২%। এই তিন খাতে গড় মাথাপিছু জিডিপি অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ থেকে ২৫ গুণেরও বেশি। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ১২ গুণ শ্রমশক্তি নিয়োজিত আছে। শিল্প খাতে যার পরিমাণ ০.৪২ গুণ এবং সেবা খাতে ০.৬২ গুণ। উল্লিখিত দেশগুলোতে শ্রমশক্তির প্যাটার্ন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কৃষি থেকে শ্রমশক্তি ক্রমেই শিল্প ও সেবা খাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। আর শিল্প ও সেবা খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও অধিকতর অবদান রাখতে হলে জনশক্তির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যথেষ্ট দক্ষ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য দেশের শিক্ষা, বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক গন্ডির বাইরে অপ্রাতিষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক পর্যায়ে বিস্তৃত করার প্রয়োজন রয়েছে।

২০৩০ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে শিক্ষার মাধ্যমে, বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার যে বিশাল কর্মযজ্ঞ হাতে নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং তাতে এই খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর তুলনায় তা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। সুতরাং আমাদের মাঝে যে সুযোগের জানালা আসছে অমিত সম্ভাবনা নিয়ে তাকে কাজে লাগাতে হলে আর দেরি না করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর পলিসিগত কৌশল নির্ধারণ এবং যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমেই আসতে পারে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তি।

লেখক : পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

সৌজন্যে : **Skills and Training Enhancement Project (STEP)**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৬
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮,৪৯ কোটি টাকা

অর্থায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক এবং কানাডিয়ান টিএফ
বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় : শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর